প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি

রাজধানীর ১৪ সরকারি হাই স্কুলে লটারি ড্র

● এক আসনের বিপরীতে ২২ প্রার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

উৎসব-আমেজ ও আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যদিয়ে রাজধানীর ১৩টি সরকারি এবং একটি জাতীয়করণকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ভর্তির লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। লটারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অভিভাবকরা নিজেরাই নিজেদের সন্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করেন লটারি ড্র'র মাধ্যমে। গতকাল দিনব্যাপী স্কুলগুলোতে ভর্তির লটারি অনুষ্ঠিত হয়। এবার জাতীয়করণকৃত আজিমপুর গার্লস স্কুলেও গতকাল ১ম শ্রেণীতে ভর্তির লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি স্কুলের লটারির ড্র অনুষ্ঠানে মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং ঢাকা জেলা প্রশাসনের একজন ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত

সরকারি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

সরকারি : স্কুলে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ছিলেন। সরকারি স্কুলগুলোর অন্য শ্রেণীতে (২য় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত) ছাত্রছাত্রী ভর্তি নেয়া হবে পরীক্ষার মাধ্যমে। ২৪টি বিদ্যালয়কে তিনভাগে ভাগ করে যথাক্রমে 'এ', 'বি' ও 'সি' গ্রুপের পরীক্ষা আগামী ১৯, ২০ ও ২১ ডিসেম্বর ভর্তি নেয়া হবে।

গতকাল সকাল ১০টায় মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের লটারির ড্র কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. সিরাজুল হক। লটারি কার্যক্রম পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাউশি'র সহকারী পরিচালক এসএম কামাল হায়দার প্রমুখ।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে লটারিতে সন্তান ভর্তির সুযোগ পেয়ে শফিকুল ইসলাম বলেন, 'লটারি পদ্ধতি খুবই ভালো ও স্বচ্ছ। আরেক অভিভাবক একটি স্লিপ তুলেছেন, যাতে আমার ছেলে ভর্তির সুযোগ পেল।'

রাজধানীর ২৪টি পুরনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৩টিতে ১ম শ্রেণী চালু আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ১ম শ্রেণীতে লটারিতে ভর্তির ফরম বিতরণ হয়েছে ৩২ হাজার ৩৭টি। প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১ম শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য মোট শূন্য আছে এক হাজার ৪৭৫টি। গড়ে প্রতি ২২ জনের মধ্যে একজন শিশু শিক্ষার্থী লটারিতে ভর্তির সুযোগ পাবে।

এবার সবচেয়ে বেশি ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। এই স্কুলে ১ম শ্রেণীতে ১২০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে পাঁচ হাজার ৯৪১টি। এরমধ্যে মেধা কোটায় প্রভাতী ও দিবা শাখায় ৫৫ জন করে মোট ১১০ জন শিশু লটারিতে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। বাকি ১০ জন ভর্তি-নেয়া হয়েছে মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য কোটা ৫ শতাংশ, প্রতিবন্ধী কোটা ১ শতাংশ ও শিক্ষা প্রশাসনের ১ শতাংশ কোটায়।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ হাফিজুল ইসলাম বলেন, 'লটারি প্রক্রিয়া নিয়ে যাতে কেউ কোন প্রশ্ন তোলার সুযোগ না পায় সে জন্য উন্মুক্ত মাঠে প্রতি বছর লটারির ড্র'র আয়োজন করা হয়।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক একেএম মোস্তফা কামাল সংবাদকে বলেন, '১৩টি সরকারি ও এবার জাতীয়করণ হওয়া একটি স্কুলে গতকাল লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুন্দর ও আনন্দঘন পরিবেশে লটারি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।'

এদিকে মাউশি'র মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন গতকাল সকালে গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের লটারির ড্র কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবু সাঈদ ভূঁইয়া সংবাদকে জানান, খুব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে লটারির ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন পাঁচটি স্কুল ছাড়া রাজধানীর ২৪টি স্কুলের ভর্তি ফরম বিতরণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে গত ৯ ডিসেম্বর। ওই প্রতিষ্ঠানকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে 'এ' গ্রুপের ৮টি হচ্ছে- গভ. ল্যাবরেটরি হাইস্কুলে ১ম শ্রেণীতে ২৪০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে পাঁচ হাজার ৭৬১টি, তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে এক হাজার ৫৩৫টি এবং খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ৬০ ভর্তিযোগ্য শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে ৫১৫টি। 'এ' গ্রুপের মতিঝিল, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও ধানমন্ডি কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী চালু নেই।

'বি' গ্রুপের স্কুলগুলির মধ্যে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে লটারিতে ভর্তির ফরম বিতরণ হয়েছে পাঁচ হাজার ৯৪১টি, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তির ফরম বিতরণ হয়েছে এক হাজার ৪৩৫টি, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২০টি আসনের বিপরীতে ভর্তির জন্য ফরম বিতরণ হয়েছে তিন হাজার ৫৩৪টি, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে দুই হাজার ৯১টি, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুলে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে এক হাজার ৬৩০টি এবং মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ৫৫টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে এক হাজার ১০২টি। এ গ্রুপের গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুল ও ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয় না।

'সি' গ্রুপের স্কুলের মধ্যে ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুলে ১ম শ্রেণীতে ৬০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে তিন হাজার ৩৩৬টি, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে দুই হাজার ৬০২টি, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি ফরম বিতরণ হয়েছে এক হাজার ৩৮৪টি এবং গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ১২০টি শূন্য আসনের বিপরীতে লটারিতে ভর্তির জন্য ফরম বিতরণ হয়েছে এক হাজার ৭১টি। 'সি' গ্রুপের আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, টিকাটুলী কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী চালু নেই।

নতুন সরকারি বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে- হাজারীবাগের শহীদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, দোয়ারিপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হাজী এমএ গফুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।